মেহেরপুরে যৌথবাহিনী অভিযানে গাঁজাসহ আটক ৪

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী, বিজিব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদফতরের পৃথক দুটি যৌথ অভিযানে ২২ কেজি গাঁজাসহ ৪ জন মাদক কারবারিকে আটক করেছেন অভিযানিক দল।

এ সময় আটককৃতদের কাছ থেকে মাদক কেনাববেচার ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) সকালে তাদের পৃথক স্থান থেকে আটক করে। আটককৃত হলো- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার ভাগজাতপুর গ্রামের ইসমাইল মন্ডলের স্ত্রী তিলোক জান (৪৫), একই উপজেলার মুন্সিগঞ্জ অক্টোর নগর গ্রামের আসমত ব্যাপারীর স্ত্রী কোহিনুর খাতুন(৫০), মেহেরপুরে গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের নবীনপুরের মৃত ইউনুস আলীর ছেলে ইন্তাজুল হোসেন ওরফে ইন্তা(৪৮) ও একই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে জয়নাল আবেদীন(৪৬)।

মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেম জানান, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন রওশনের নেতৃত্বে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের জোড়পুকুরিয়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা, তিনটি মোবাইল ফোন ও নগদ ৭ হাজার টাকা, মাদক পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ব্যাটারী চালিত পাখি ভ্যানসহ তিলোক জান, কোহিনূর খাতুন ও ইন্তাজুল কে আটক করে। পরে সাহারবাটি ডিসি ইকো পার্কের গুচ্ছগ্রামের জয়নাল আবেদীনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৪ কেজি গাঁজা, ১৭ বোতল ফেনসিডিল ও মাদক বিক্রয়ের নগদ ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল বলেন, যৌথবাহিনীর অভিযানে আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনি প্রক্রিয়ায় মাদকচক্রদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

পৌনে ৩ কেজি গাঁজাসহ তৌফিক মোল্লা (৩৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) মেহেরপুর ক্যাম্প।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

মাদক ব্যবসায়ী তৌফিক হোসেন গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাঁসমহল গ্রামের মৃত আবুল কালামের ছেলে।

র্যাব-১২ এর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ (পিপিএম) এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে ২ কেজি ৭ শ গ্রাম হাঁজাসহ আটক করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী তৌফিক গাঁজার বিক্রির জন্য সেখানে অবস্থান করছিলেন। আটককৃতকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে লাঞ্ছিতের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারককে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে এবং ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তাতার

ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা,কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বৃন্দ।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১১ টায় গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আদিলা আজহার।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত সোমবার বেলা ১২ টায় আদালতের দায়েরকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবোনালের একটি মামলার তদন্তকালে কিছু বহিরাগত যুবক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক কে লাঞ্ছিত করে।

লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় গতকাল গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক বাদী হয়ে গাংনী থানায় এজাহান নামীয় ৮ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জনের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা করেছেন। মামলায় এজাহার নামীয় আসামিদের দ্রত গ্রেফতারের দাবি জানান মানববন্ধনে অংশ গ্রহণকারীরা।

মামলায় আসামিরা হলো- গাংনী পৌরসভার শিশির পাড়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে বসির (৩৫), আব্দুর রশিদের ছেলে গাফার আলী(৩৭), আব্দুল মালেকের ছেলে ঈমান আলী, আব্দুল ওয়াহেদের ছেলে জনি (৩৬), নজরুল ইসলামের ছেলে সুমন (৩৫), মহাশিন আলীর ছেলে ইয়ামিন আলী(৩৭), আব্দুল ওয়াদু এর ছেলে সাইদুল ইসলাম(৩৭) ও মোরশেদ আলীর ছেলে চান্দু (৩৬)।

উল্লেখ্য: মেহেরপুর আদালতের বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল এর ২০৮/২০২৪ নাম্বার পিটিশন মামলা তদন্তের শুনানীর জন্য উভয়পক্ষকে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে ডাকা হয়। গতকাল সোমবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বাদী-বিবাদী অফিসের সামনে হাজির হলে উভয়পক্ষের লোকজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বাক বিতন্ডা শুরু হয়। এসময় তিনি উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহবান জানান।

এক পর্যায়ে ১০/১২ জন যুবক রাগান্বিত হয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারকের হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয় ও শার্টের

কলার ধরে টানা হেচড়া করে লাঞ্ছিত করে। এর প্রতিবাদ জানালে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী তোফাজ্জেল হোসেনকেও লাঞ্ছিত করে এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং দেখে নেয়ার হুমকি দেয় তারা। এঘটনায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বাদী হয়ে গাংনী থানায় উল্লেখিত ব্যক্তিদের নামে একটি নিয়মিত মামলা করেন। মামলা নম্বর-৫।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে লাঞ্ছিতের অভিযোগ

আদালত কর্তৃক প্রেরিত মামলার তদন্তে শুনানীকালে গাংনী উপজলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক কে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে অবস্থিত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় র্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টীম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে লাঞ্ছিতের বিষয়টি ছিল গাংনীর আলোচিত ঘটনা। র্যাব,পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে আসলে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বর থমথমে অবস্থা বিরাজ করে।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে, গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক জানান, দাপ্তরিক কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে আদালতে দায়েরকৃত মামলার অধিকতর অনুসন্ধান, প্রতিবেদন ও সুষ্ঠু সমাধান করার লক্ষ্য সালিস মিমাংসা করতে আদালতের পক্ষ থেকে আদেশ প্রদান করা হয়। সেই লক্ষ্য উপজলা পরিষদের প্রায় সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জানা গেছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ (বিচারক) মো. তহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পিটিশন নং-১০৮/২০২৪ মামলার নিস্পত্তি করত আদেশ দেয়া হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ২৭ (১ক)(ক)ধারা অনুযায়ী এই আদেশ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে একটি লিখিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং উক্ত প্রতিবদনের সমর্থন সাক্ষীদর সাক্ষ্য গ্রহনের কাগজ পত্র সহ

ইনচার্জ আশরাফুল্লাহক বিষয়টি অবহিত করা হয়। ঘটনায় জড়িতদের দ্রত আটক এবং আইনগত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন বলেও উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

উল্লখ্য,গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের সোহরাব আলীর মেয়ে সীমা খাতুনের সাথে একই উপজলার ঝোরপাড়া গ্রামের মোখলেছুর রহমানের ছেলে তুহিন আলীর প্রেমর সম্পর্ক নিয়ে ১ বছর আগে নিকাহ রেজিষ্টারের কার্যালয়ে বিয়ে হয়। পরবর্তীত পারিবারিক ভাবে ভুল বুঝাবুঝি হলে ছেলে তুহিন আলী বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করে। স্ত্রী সীমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এ নিয়ে সীমা খাতুন আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। মামলা দ্রত নিষ্পত্তি করতে ইতোপূর্বে গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে নির্দশনা দেয়া হয়েছিল। মামলা নিষ্পত্তি করতে তিনি স্বামী তুহিনের ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। কিন্তু স্ত্রী বাদি সীমা খাতুন নারাজি দিয়ে আদালত অবমাননা করে চলে যায়। পরবর্তীত উক্ত মামলা পুনঃ প্রতিবেদন করে নিস্পত্তি করতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সেই আলোকে তিনি উভয়পক্ষর শুনানী করছিলেন।

গাংনীতে বিশেষ টাস্কফোর্সের অভিযানে জরিমানা আদায়

গাংনীর বামন্দী বাজারের বাদল ট্রেডার্সকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে মেহেরপুরের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিশেষ টাস্কফোর্স।

আজ সোমবার বিকেলে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বামন্দী বাজারের মাছ, মুরগী, সবজিসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিশেষ টাস্কফোর্সের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট এনডিসি মো: সাজেদুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশেষ টাস্কফোর্স টিম বামন্দী বাজারের বাদল ট্রেডার্সে অভিযান চালায়। দোকানে দ্রব্যের মূল্য তালিকা না থাকায় অত্যাবশকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫৬ এর ৬/১ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

একই সময়ে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মূল্য তালিকা না থাকায় তাদেরকে সতর্ক করা হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি টিম।

গাংনীতে যৌথবাহিনীর অভিযানে বন্দুকের সিসা কার্তুজ উদ্ধার

মেহেরপুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় বন্দুকের ৪ রাউন্ড সিসা কার্তুজ উদ্ধার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন(র্যাব-১২) ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী (সিপিসি-৩) মেহেরপুর ক্যাম্প ও যৌথবাহিনী।

আজ রবিবার (৩ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে যৌথিাহিনীর উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প, মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্প ও গাংনী থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালান।

র্যাব-১২, মেহেরপুর সিপিসি-৩, কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ পিপিএম আজ দুপুরে সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজ দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রামের মোঃ সোহাগ সর্দারের বাড়ির নির্মানাধীন বাথরুমের বালির নিচে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় এই সিসা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ওই বাড়িতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি যৌথ কমান্ডের আভিযানিক দল ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। সোহাগ সর্দারকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর কোন

সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় এবং তথ্য দাতার সংবাদ উদ্দেশ্য প্রনোদিত মনে হওয়ায় কার্তুজগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

এছাড়া এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। উদ্ধারকৃত সিসা কার্তুজ জিডিমূলে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কে গাছ ফেলে আবারও গণডাকাতি

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে সড়কে গাছ ফেলে পরিবহন,ট্রাকসহ বেশ কয়েকটি যানবাহনে গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

ডাকাত দলের হামলায় ট্রাকচালক মুজাহিদুল ইসলাম (২৮) ও হেল্পার হাসান আলী (২৫) গুরুতর জখম হয়। ওই সময় ঢাকা, থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী পরিবহন, মালবাহী তিনটি ট্রাক, মাইক্রোবাস, আলগামন (শ্যালো ইঞ্জিন চালিত গাড়ি) সহ রোগীবাহী এ্যম্বুলেন্সও ডাকাত দল হানা দেয়।

আজ শনিবার (২ নভেম্বর) ভোর সাড়ে তিনটার সময় ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় শ্যামলী পরিবহন, তিনটা ট্রাক, একটি মাইক্রোবাস সহ আলগামনের যাত্রী ও চালকদের কাছ থেকে প্রায় লক্ষাধিক নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায় ডাকাত দলের সদস্যরা।

পাথরবাহী ট্রাকের হেল্পার হাসান আলী জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকা থেকে পাথরবাহী ট্রাক সন্ধ্যায় বামন্দীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে। যার রেজিঃ নম্বর পাবনা ড ১১ ১০৪৯। ট্রাকটি রাত সোয়া তিনটার দিকে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের আকুপপুর চেকপোস্ট এলাকা ছেড়ে ১ থেকে দেড় কিলোমিটার সামনে পৌছুলে আগে থেকেই ওঁত পেতে থাকা ডাকাত দলের সদস্যরা সড়কের ওপরে দুটি গাছ ফেলে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। এ সময় একটি ট্রাক ডাকাতের কবল থেকে বাঁচতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। সড়কের গাড়ি থামিয়ে গণডাকাতি শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে ট্রাক থেকে নেমে পালানোর চেষ্টা করলে

ডাকাত দলের সদস্যরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হেল্পারের বাম হাতে ও চালকের ডান হাতে কোপ দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। ডাকাতরা ঘন্টা ব্যাপী পরিবহনের যাত্রী ও গাড়ির স্টাফদের কাছ থেকে নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। ডাকাতির সময় যাত্রীরা পুলিশের সহায়তা চেয়ে ৯৯৯ নম্বরে কল করলে আধাঘন্টা পর পুলিশের একটি টিম ঘটনারস্থলে পৌঁছানোর আগেই ডাকাত দলের সদস্যরা ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। একই কথা জানিয়েছেন ট্রাক ডাইভার আলালউদ্দিন।

যাত্রীদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আহত অবস্থায় ট্রাকের চালক হেলপারকে উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, ডাকাতির ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ডাকাত দলের সদস্যদের আটকের জন্য পুলিশের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ডাকাত দলের সদস্যদের চিহ্নিত করে আটক করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩ অক্টোবর দিবাগত রাতেমধ্য রাতে আকুবপুর পুলিশ চেকপোস্ট এলাকায় রাস্তায় গাছ ফেলে একই কায়দায় গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। স্থানীয়রা পুলিশের তৎতপরতা চেয়ে জেলা ও উপজেলা আইনশৃঙ্খলা সভায় বারবার বিষয়টি উত্থাপন করলেও পুলিশ তেমন কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় আবারও ডাকাতির ঘটনা ঘটলো। মেহেরপুর জেলা জুড়ে চলছে ডাকাতি আতংক। সন্ধা হলেই মানুষ রাস্তায় চলাচল করতে ভয় পাচ্ছেন।

গাংনীতে ৫৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে। আজ শনিবার (০২ নভেম্বর) দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মসূচীর মধ্যে সকাল ১০ টায় সমবায় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরপরই বর্ণাঢ্য র্যালি গাংনী উপজেলা চত্ত্বর হতে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূর্বের স্থানে এসে শেষ হয়।

এ পরে সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সমবায় অফিসার মনিরুজ্জামান (ভারপ্রাপ্ত) এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন উপজেলা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মওলানা জাহিদ হোসেন। এরপর অতিথিদের নতুন উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমবায় অফিসার মনিরুজ্জামান (ভারপ্রাপ্ত)।

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান কল্লোলের উপস্থাপনায় “সমবায়ে গড়ব দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ” প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চাঁদপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির সভাপতি আবুল কাশেম, নাগদারখাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নির্বাহী পরিষদের সদস্য আব্দাল হক, ডিজিটাল বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি তোফায়েল হোসেন, ইত্তেফাক পত্রিকার গাংনী উপজেলা সংবাদদাতা আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে উপজেলার পাঁচটি সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠানকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

গাংনীতে গাঁজাসহ ২ মাদক কারবারী আটক

গাংনীতে ৫ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। আজ শুক্রবার (০১ নভেম্বর) ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম তাঁদের বাড়িতে

অভিযান চালিয়ে আটক করেন।

আটককৃতরা হলো, গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আজিবর রহমানের ছেলে শামিম হোসেন ওরফে রাজু (২৮) ও একই গ্রামের রতন আলীর ছেলে মোমিনুল ইসলাম(২১)।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, নিজ বাড়িতে মাদক নিয়ে অবস্থান করছে এমন সংবাদেব ভিত্তিতে উপপরিদর্শক (এসআই) পিন্টুর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ওই বাড়িতে অভিযান চালান।

এসময় ৫ কেজি গাঁজাসহ রাজু ও মোমিনুল ইসলাম আটক হন।

আটককৃত রাজু ও মমিনুলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে হত্যা মামলার আসামি সাবেক ইউপি সদস্য গ্রেপ্তার

গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের নাহারুল ইসলাম হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ৯ নং আসামি সাবেক ইউপি সদস্য বিএনপি নেতা মহিবুল ইসলামকে (৬৮) গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব-১২ এর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি দল।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মধ্যে তার মেঝো ছেলে স্যাকমো চিকিৎসক ঝন্টুর বাসাতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন র্যাব-১২ এর একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে কাশিয়ানি থানা পুলিশের সহযোগীতায় তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত মহিবুল ইসলাম গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের মৃতু ওয়াজ

উদ্দীন মন্ডলের বড় ছেলে। সে বিএনপির স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা ও মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য (মেম্বর)।

আজ শুক্রবার (১ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানান র্যাব-১২ এর ক্রাইম প্রিভেনসন সেন্টার সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি আশরাফ উল্লাহ পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, এর আগে একই মামলায় গত ৭ অক্টোবর ভোররাতে মহিবুল ইসলামের দুই ছেলে মো. সাহাবুর রহমান মিন্টু (৪০) ও মো. শাহা আলম ওল্টু (২৮) কে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আব্দুলপুর গ্রামে তাঁদের শশুরবাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে র্যাব। তারা মেহেরপুর জেলা কারাগারে রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৬ আগস্ট রাত ১০টার দিকে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব বিরোধকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে বাওট গ্রামের কুরু বিশ্বাসের ছেলে নাহারুল ইসলাম (৫৫) নিহত হন। এতে আহত হন উভয়পক্ষের আটজন।

আহতরা হলেন, নিহত নাহারুল ইসলামের বড় ভাই আইনাল হোসেন (৬২), আব্দাল হোসেন (৫৮), ইনামুল হক (৪০) ও তার ছেলে সিয়াম (১৭)।

অপরপক্ষের আহত হন মটমুড়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি মেম্বার বিএনপি নেতা মহিবুল ইসলাম (৬৮), ভাই সাবেক মেম্বার বিএনপি নেতা আশরাফুল ইসলাম কালু (৫৬), হামিদুল ইসলাম (৪৬) ও আমিরুল ইসলাম (৪০)।

এ ঘটনায় নিহত নাহারুল ইসলামের ছেলে নাজমুল হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় ১১ জনের নাম উল্লেখ করে আরও কয়েকজনকে অজ্ঞাত আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই আসামিরা পলাতক ছিলেন।

আজ শুক্রবার সকালের দিকে গ্রেপ্তারকৃত মহিবুল ইসলামকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।